জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ফেব্রুয়ারি ২০০৮/০৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* গাজাতে জ্বালানী প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলেও অন্যান্য সীমান্ত সংযোগকারি পথগুলো এখনও বন্ধ আছে-জাতিসংঘ কর্মকর্তাগণ
* নেপালী মাদহেসিয় জনগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি একটি সুষ্ঠ নির্বাচনে সহায়তা করবে - জাতিসংঘ দুত
* প্রথমবারের মত জাতিসংঘ বাহিনীর সাথে বাংলাদেশি পুলিশের একটি দল দীর্ঘদুরত্ব টহল পরিচালনা করেছে
* ঔষধ-প্রতিরোধক যক্ষা বাড়ছে - জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা
* প্রবীণদের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে টেকসই উদ্দ্যোগ প্রয়োজন - জাতিসংঘ

গাজাতে জ্বালানী প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলেও অন্যান্য সীমান্ত সংযোগকারি পথগুলো এখনও বন্ধ আছে-জাতিসংঘ কর্মকর্তাগণ

২৯ ফেব্রুয়ারি - মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য জাতিসংঘ বিশেষ সমন্বয়কারী দপ্তর প্রতিবেদনে প্রকাশ করে যে- আজ ইসরাইল এবং গাজা উপত্যকার সংযোগস্থলে একটি সীমান্ত পথকে জ্বলানী সরবরাহের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে চার লক্ষ লিটার জ্বলানী গাজায় প্রবেশ করবে। কিন্তু মানবিক ও বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি পরিবহনের অন্য তিনটি সীমান্ত পথ এখনও বন্ধ আছে।

UNSCO এর মতে আজ গাজাতে বিদ্যুৎ সবরাহ পুনরায় চালু হওয়ায় গত সপ্তাহে স্থানান্তরিত হওয়া ১.৪ মিলিয়ন লোক তাদের বাড়ি ফিরে এসেছে।এর অর্থ হল গাজা শহরে ও মধ্য গাজায় দিনে বার ঘন্টা করে বিদ্যুত সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

গতমাসে দক্ষিণ ইসরাইলে, গাজার ফিলিস্তিনি বিদ্রোহীরা রকেট হামলা চালায়। জবাবে ইসরাইল তার সীমান্ত দিয়ে সবধরনের অনুপ্রবেশ ও বহিঃগমনের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এরপর থেকে গাজাতে অতি জরুরী দ্রব্যের সরবরাহ ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে।

মহাসচিব বান কি-মুন সহ জাতিসংঘ কর্মকর্তাগণ চলতি সপ্তাহে গাজার প্রাত্যহিক জীবনের ওপর এই নিষেধাজ্ঞার মানবিক প্রভাব সম্পর্কে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ফিলিস্তিন জনগনের অপ্রতিরোধ্য অধিকার সম্পর্কিত কমিটির ব্যুরো আজ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, যেখানে উলে-খ করা হয় যে দখলকৃত ফিলিস্তিন ভুখন্ড, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় সহিংসতা বৃদ্ধির কারণে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

ব্যুরো চিহ্নিত করে যে মাত্র গত দুদিনে ইসরাইলী হামলায় আটজন শিশু, একটি নবজাতকসহ ৩১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়। অন্যদিকে গাজা থেকে চালানো রকেট হামলায় ইসরাইলী শহর ডিরোটে একজন নিহত হয়।

অধিকন্তু, যদিও গাজা সংকটের কারণে সবকিছু ঢাকা পড়ে গেছে, তবুও ইসরাইলী সেনারা পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিন শহর ও গ্রামে অব্যহত অবৈধ অনুপ্রবেশ হ্রাস করছে না। যার ফলে হতাহত ও গ্রেফ্তার চলছে।

ব্যুরো জোর দিয়ে উলে-খ করে, এধরনের অনৈতিক সহিংসতার চক্র অবশ্যই বন্ধ হওয়া এবং একটি যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

নেপালী মাদহেসিয় জনগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি একটি সুষ্ঠ নির্বাচনে সহায়তা করবে – জাতিসংঘ দুত

২৮ ফেব্রুয়ারি – নেপালে মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি দেশটির সাত দলীয় জোট যারা সরকার গঠন করেছে এবং দক্ষিণ অঞ্চলের আন্দোলনরত মাদহেসিয় জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দর মধ্যে যে চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে স্বাগত জানান।

"এই চুক্তি প্রয়োগের ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার গঠনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।"– সরকার এবং ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক মাদহেসি ফ্রন্টের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাজধানী কাঠমন্ডুতে এক সংবাদ বিবৃতিতে ইয়ান মার্টিন একথা বলেন।

এই ঐক্যমতের ফলে মাদহেসি আন্দোলনের প্রধান দাবীসমুহ পুরণ হবে এবং নেপালের দক্ষিণ সমতল অঞ্চলে তাদের ১৬ দিন ব্যাপী বনধ্ বা সাধারণ ধর্মঘটের দ্রুত অবসান ঘটবে। ধর্মঘটের কারণে অসংখ্য হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং কাঠমন্ডুতে নিত্য-প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ স্থবির হয়ে পড়েছিল।

নেপালের জাতিসংঘ মিশন আরও জানায় যে, আজকের আট দফা চুক্তির আওতায় দলীয় তালিকার নির্ধারিত অংশ আরও শিথিল হবে। যা মাদহেসি প্রার্থীদের নির্বাচনীয় আসন তালিকায় সমানুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্তকরণকে অনুমোদন করবে।

গত বছর দুইবার স্থগিত হওয়ার পর নেপালের সাংবিধানিক সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ১০ এপ্রিল ধার্য করা হয়েছে।

নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ নেপালের জন্য একটি নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরি করবে বলে ধারনা করা হয়। নেপালে ২০০৬ সালে সরকার এবং মাওবাদীদের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এক দশক ব্যাপী চলা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে, যাতে আনুমানিক ১৩,০০০ লোকের প্রাননাশ হয়েছিল।

প্রথমবারের মত জাতিসংঘ বাহিনীর সাথে বাংলাদেশি পুলিশের একটি দল দীর্ঘদুরত্ব টহল পরিচালনা করেছে

২৭ ফেব্রুয়ারি – জাতিসংঘ ও আফ্রিকান ইউনিয়ন যৌথ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাথে বাংলাদেশিদের নিয়ে গঠিত একটি পুলিশ ইউনিট (FPU) দারফুরে UNAMID এ প্রথম দীর্ঘদুরত্বের টহল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই টহলদানের লক্ষ্য হলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চিম সুদানে জাতিসংঘ পুলিশের অভিযান পরিচালানার ক্ষমতা পরীক্ষণ এবং তাদের উপস্থিতি আরও দৃশ্যমান করা।

জাতিসংঘ মুখপাত্র মাইকেল মনটাস আজ সাংবাদিকদের বলেন, দক্ষিণ প্রদেশের রাজধানী নায়লার শিবির হয়ে উত্তর দারফুরের রাজধানী এবং UNAMID এর সদরদপ্তর এল ফাসার পর্যন্ত প্রায় ২০০ কিলোমিটার এলাকায় এই টহলদান কার্যক্রম চালানো হয়।

UNAMID পুলিশ কমিশনার মাইকেল ফ্রিয়ার বলেন, এই পর্যবেক্ষণ দারফুরে জাতিসংঘ পুলিশের উপস্থিতিতে সেখানকার জনগণের মনোভাব বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উলে-খ্য দারফুরে ২০০৩ সাল থেকে বিদ্রোহী, সরকারী বাহিনী ও সংগঠিত গেরিলাদের মধ্যে চলমান সংঘর্ষে ২ লক্ষের বেশি লোক মারা গেছে এবং কমপক্ষে ২.২ মিলিয়ন লোক স্থানান্তরিত হয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে দারফুর UNAMID অভিযানের নেতৃত্ব আফ্রিকান ইউনিয়ন শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে জাতিসংঘ পুলিশের কাছে স্থানান্তরিত হয়। দারফুরে জাতিসংঘ পুলিশের অভিযান সম্পর্কে কমিশনার ফ্রিয়ার বলেন, 'আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে এবং নতুন কিছু করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সংগঠিত পুলিশ ইউনিট (FPU) উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন অভিযান সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত। UNAMID এর শান্তি রক্ষী বাহিনীর অংশ হিসেবে যোগ দেবার জন্য এরকম ১৯ টি FPU এর নাম সুপারিশ করা হয়েছিল, যার মধ্যে বাংলাদেশি ইউনিট নির্বাচিত হয়।

ঔষধ-প্রতিরোধক যক্ষা বাড়ছে – জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা

২৬ ফেব্রুয়ারি– জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর একটি নতুন প্রতিবেদনে প্রকাশ, বিশ্বে বহুমুখি ঔষধ-প্রতিরোধক যক্ষার হার এখন সর্বাপেক্ষা বেশি। যার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও তীব্রপার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যুক্ত ব্যয়বহুল ঔষধ ।

এ পর্যন্ত ঔষধে নিরাময় যোগ্য অসুখ সম্পর্কে যেসব সমীক্ষা হয়েছে তারমধ্যে 'বিশ্ব যক্ষা প্রতিরোধক ঔষধ' শীর্ষক সমীক্ষাটি সবচেয়ে বৃহৎ। ২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৮১টি দেশের ৯০,০০০ যক্ষা রোগী সম্পর্কে সংগৃহিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষাটি তৈরি করা হয়।

এই সংস্থার হিসাব মতে, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় অর্ধ মিলিয়ন লোক নতুন করে বহুমুখি ঔষধ-প্রতিরোধক যক্ষা বা এমডিআর-টিবিতে আক্রান্ত

হচ্ছে। বাৎসরিক নতুন করে আক্রান্ত রোগির সংখ্যা নয় মিলিয়নের শতকরা পাঁচ ভাগ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)এর যক্ষা প্রতিরোধ বিষয়ক বিভাগের পরিচালক মারিও রেভিগি-য়ন বলেন, যেসব ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় যক্ষা হয় সেগুলো নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। যদি রাষ্ট্রসমূহ ও বিশ্ব সম্প্রদায় এটাকে কঠোরভাবে দমন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমরা এ যুদ্ধে হেরে যাব।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে এমডিআর যক্ষা আক্রান্ত রোগী সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। যেখানে নতুনভাবে আক্রান্ত যক্ষা রোগীর প্রায় এক তৃতিয়াংশ বহুমুখি ঔষধ-প্রতিরোধক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে এ ধরনের যক্ষা মালডোভা, দানেস্ক্, ইউক্রেন, তমাস্ক্, অবলাস্ত, রাশিয়া, তাসখন্দ্, উজবেকিস্তান, এবং চীনে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

লাটভিয়া এবং দানেস্ক্, ইউক্রেন এ জরিপ চালিয়ে এই প্রতিবেদনে এইচআইভি সংক্রমন ও এমডিআর যক্ষার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি আলোকপাত করা হয়। এতে বলা হয়েছে, এমডিআর যক্ষা আক্রান্ত রোগী যারা একইসাথে এইচআইভি সংক্রমিত তাদের সংখ্যা , যারা এইচআইভি সংক্রমিত নয় তাদের সংখ্যার দ্বিগুন।

ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ঔষধ-প্রতিরোধক যক্ষা বা XDR-TB, যা দৃশ্যত চিকিৎসাযেগ্য নয়, তার বিশে-ষণ প্রথমবারের মত বিশ্বব্যাপী জরিপে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এই জরিপে ৪৫টি দেশকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। তবে কিছু দেশকে সম্প্রতি রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়েছে। এদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত উপাত্ত না থাকায় WHO এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

এই সংস্থাটি কিছু উলে-খযোগ্য সাফল্যের কথা জানায় , যেমন একযুগ আগেও এস্তোনিয়া এবং লাটভিয়ায় এমডিআর টিবির হার অনেক বেশি ছিল যা বর্তমানে স্থিতিশীল হচ্ছে।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি যক্ষা আক্রান্ত মহাদেশ আফ্রিকার মাত্র ছয়টি দেশ এই প্রতিবেদনের জন্য উপাত্ত দিতে সক্ষম হয়েছে। WHO উলে-খ করে যে বিশ্বের কিছু অংশে এখনও বায়ু বাহিত রোগের বিস্তার সম্পর্কে জানা যায়নি।

প্রতিবেদনের প্রধান লেখক WHO র যক্ষা বিশেষজ্ঞ জনাব আবিগাইল রাইট বলেন,এটা ধারনা করা হয় যে ব্যাপকহারে ঔষধ-প্রতিরোধক যক্ষা আছে, যা এখনও অব্যক্ত ও অসনাক্তই রয়ে গেছে।

প্রবীণদের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে টেকসই উদ্দ্যোগ প্রয়োজন - জাতিসংঘ

২৫ ফেব্রুয়ারি - প্রবীণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ সম্মত হওয়ার পাঁচ বছর পর জাতিসংঘ বিশ্বের সরকারগুলোকে মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক বয়স্ক কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্দ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুক্রবারে সমাপ্ত হওয়া মাদ্রিদ পরিকল্পনার প্রথম পুনঃনিরিক্ষণে প্রতিয়মান হয় যে পরিকল্পনাটির অগ্রগতি মিশ্র এবং অঞ্চল ও দেশ ভেদে ভিন্ন।

যেখানে ইউরোপিয় রাষ্ট্রগুলো নির্ভরশীল জনগোষ্টির জন্য সামাজিক সেবামুলক কার্যক্রমের অগ্রগতি করছে, যেখানে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো বয়স্কদের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দারিদ্র হ্রাস করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্প্রতি প্রবীণদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের সর্বশেষ অধিবেশনের মধ্য দিয়ে মাদ্রিদ পরিকল্পনার পুনঃনিরিক্ষণ ও মুল্যায়ন সমাপ্ত হয়। এটা ছিল একবছর মেয়াদী বিশ্বব্যাপী পর্যালোচনা, যেখানে সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ, সরকারি কর্মকর্তা ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। ২০০২ সাল থেকে যেসব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং ২০১২ সালের মধ্যে কোন বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে চিহ্নিতকরণ ছিল এই পর্যালোচনার আলোচ্য বিষয়।

কমিশন প্রবীণদের বিষয়টিকে জাতীয় নীতি নির্ধারনী আলোচ্যসুচী অন্তর্ভুক্ত করতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে এবং এই নিরিক্ষণে চিহ্নিত অগ্রাধিকার সমুহ পুরণে জাতীয় সামর্থ উন্নত করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানায়।

এখানে প্রতিষ্ঠান সমুহকে আরও সক্রিয় করা, গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ বিশে-ষন করা এবং প্রবীণদের নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়।কমিশন অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ পুর্ণ কর্মসংস্থান, মর্যাদাপুর্ণ পেশা এবং উন্নয়নের আলোচ্যসুচিতে প্রতিবন্ধিদের সমন্বিত কারার বিষয়ও আলোচনা করেন। কমিশন তার প্রতিবন্ধিদের জন্য বিশেষ সহানুভুতিশীল কর্মসুচিকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নবায়ন করে।

** ** **